দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 24 FEB 1994 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩.....

40

দেশে আরও ৫টি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দেশে ৫টি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। আগামী ১৯৯৬ সালের মধ্যে এই ৫টি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপমন্ত্রী সিরাজুল হক বুধবার জাতীয় সংসদে বেগম রাশিদা খাতুনের এক প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন। এই ৫টি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে দিনাজপুর, বগুড়া, ফরিদপুর, খুলনা ও কুমিল্লায়।

সকল ইউনিয়নে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র

আবদুল আওয়াল মিয়ার এক প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপমন্ত্রী বলেন যে দেশের সকল ইউনিয়নে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। বর্তমানে দুই হাজার ৮২৩টি ইউনিয়নে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র আছে। অবশিষ্ট ইউনিয়নে পর্যায়ক্রমে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঔষধ কোম্পানী

কাজী আবদুর রশীদের এক প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কামাল ইবনে ইউসুফ বলেন যে বর্তমানে দেশে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ৬৯৬টি ঔষধ কোম্পানী আছে। এর মধ্যে এলোপ্যাথিক ২০৮টি, ইউনানী ২২৫, আয়ুর্বেদিক ১৭০, এবং হোমিওপ্যাথিক ৬৬টি।

ফাইলোরিয়া রোগী

শাহজাহান চৌধুরীর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে দেশে বর্তমানে ফাইলোরিয়া রোগীর সংখ্যা ২১,৩১৬।

রকেট সার্ভিসে লোকসান

ডাঃ মোজাম্মেল হোসেনের এক প্রশ্নের জবাবে নৌ পরিবহন মন্ত্রী এম কে আনোয়ার বলেন যে ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯২-৯৩ পর্যন্ত গত ৩ বছরে ঢাকা-খুলনা রকেট সার্ভিস বাবৃত মোট ৬ কোটি ৬৪ লাখ ৪৪ হাজার ১৬ টাকা লোকসান হয়েছে।

১১টি নদী ড্রেজিং করা হয়েছে

রহমত আলীর এক প্রশ্নের জবাবে নৌ পরিবহন মন্ত্রী বলেন যে ১৯৯১-এর জুলাই থেকে এ পর্যন্ত পদ্মা-যমুনাসহ দেশের ১১টি নদ-নদীর বিভিন্ন অংশ থেকে পলি অপসারণ করা হয়েছে। নদীগুলি হচ্ছে- পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, হরা সাগর, কীর্তনখোলা, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা, বুড়ীগঙ্গা, তিতাস, ইছামতি ও কুশিয়ারা এসব নদ-নদী থেকে মোট ৪৮ লাখ ঘনমিটার পলি অপসারণ করা হয়েছে। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ১৮ কোটি ৯৯ লাখ ৪৫ হাজার টাকা।

সুন্দরবন এলাকায় পাহারা জোরদার হয়েছে

আমাদের বিশেষ সংসাদদাতা জানান, সুন্দরবনে সশস্ত্র ডাকাতদের উৎপাত এবং বাওয়ালী ও জেলেদের নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী। বুধবার সংসদে জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে ৭১ বিধিতে জামায়াতে

(৩ এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

দেশে আরও ৫টি মেডিক্যাল স্থাপন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইসলামীর শেখ আনসার আলীর আনা একটি নোটিশের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, স্থানীয়ভাবে কোন অভিযোগ না থাকলেও যেহেতু বিষয়টি সংসদে এসেছে তাই সুন্দরবন এলাকায় প্রহরা জোরদার করার জন্য ইতিমধ্যেই পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শেখ আনসার আলী তার নোটিশে বলেন, সুন্দরবনের প্রায় আড়াই হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে সশস্ত্র ডাকতদের একচ্ছত্র রাজত্ব চলছে। ডাকাতরা এলাকার হাজার হাজার জেলে ও বাওয়ালীদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র উৎস জাল, নৌকা ও অন্যান্য সরঞ্জাম লুট করে তাদের সর্বস্বান্ত করছে। জামায়াত সদস্য তার নোটিশে আরো বলেন, ডাকাতদের উৎপাতের পাশাপাশি বাংলাদেশের নদী সীমানায় ভারতীয় বিএসএফ-এর তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় লক্ষাধিক বাওয়ালী এবং জেলে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের জীবিকা অর্জনের পথও প্রায় রুদ্ধ।

জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী বলেন, স্থানীয় তদন্তে এসব অভিযোগ সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়নি। এ ধরনের কোন অভিযোগ কারো কাছ থেকে পাওয়া যায়নি বা কোন মামলাও কোন থানায় দায়ের হয়নি। বিএসএফ-এর তৎপরতার অভিযোগও সত্য নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জেলে ও বাওয়ালীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে এ কথাও ঠিক নয়। এলাকার চিংড়ি ঘেরগুলির প্রহরা জোরদার করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে শেখ আনসার আলী তার অভিযোগ যাচাই-এ প্রয়োজনে সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, স্থানীয় তদন্তের ভিত্তিতে বক্তব্য দিলে তা কখনও সঠিক তথ্য ভিত্তিক হবে না। কারণ বহু ঘটনাই থানা পর্যন্ত যায় না। আবার গেলেও সবই মামলা হিসাবে গ্রহণ করা হয় না।

আবার জবাব দিতে দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুনির্দিষ্ট ঘটনার ভিত্তিতে অভিযোগ করতে বলেন। তিনি বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলেই নিশ্চয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। থানা পুলিশ রাখাই হয়েছে এইসব দেখার জন্য। তিনি বলেন, বিষয়টি যেহেতু সংসদে এসেছে তাই সুন্দরবন এলাকায় প্রহরা জোরদার করার জন্য পুলিশকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।